পূজাঞ্জলি

(গীতিকাব্য)

শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র লাহিড়ী

মহালয়া।

১৩৩৪

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স।

২০৩।১।১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মূল্য ৷৶৹

বাঁধাই ৸৶৹

Published by

K. C. LAHIRI.
BALLY, HOWRAH

Printed by

S. K. BOSE.
At the Arunoday Art Press.
48, Grey Street, Calcutta.

নিবেদন

সোদর প্রতিম সংপাঠিবৃন্দ !

আজ হয়ত আমার কথা তোমাদের মনে প'ড়ে যাবে, আরও মনে পড়বে তোমাদের সেই প্রেরণা যাহা এই পূজাঞ্জলির বিকাশের কারণ। আজ তাই আমার 'পূজাঞ্জলির' নির্ম্মাল্য লইয়া, তোমাদেরই কাছে এসে দাঁড়িয়েছি—এ নির্ম্মাল্য তোমাদেরই। সুধীমণ্ডলীর সম্মুখে নির্ম্মাল্য নিবেদন করিবার ক্ষমতা আমার আছে কিনা জানি না,—তবে তাঁহারা নিজগুণে কৃপাদৃষ্টি করিলে আমার সৌভাগ্য।

আমার অনুর্ব্বর মানসকাননের ফুলের ভালমন্দ তোমরাই বিচার ক'রো—আমার এই আছে—আর সাহস আছে যে 'বিদুরের খুদ কুঁড়াও যে তিনি সাদরে গ্রহণ করেন'। তাই আজ তোমাদের ও পাঠক-পাঠিকাগণের কাছে দাঁড়াইলাম। ত্রুটি অনেকই থাকিয়া গিয়াছে, তবে আশা করি সহৃদয় পাঠক-পাঠিকা ও সমালোচকবৃন্দের সাহায্যে ও সহানুভূতিতে পরিমার্জ্জিত হইতে পারে।

পরিশেষ প্রার্থনা যে, অবসর কালে যদি পূজাঞ্জলির নির্ম্মাল্য তোমাদের ও সাহিত্যানুরাগী সঙ্গীতপ্রিয় পাঠক ও পাঠিকার মনে একটু ও আনন্দ আনিতে পারে তাহাতেই আমার সার্থকতা।

বালী
মহালয়া
১৩৩৪

ইতি

নিবেদক—গ্রন্থকার।

হে রাজ অধিরাজ !

তুমি মোরে ভালবাস,

ডাকিলে হৃদয়ে এস,

তাই এত অযোগ্যের লাজ ।

—৺রজনীকান্ত সেন ।

সূচীপত্র

পূজাঞ্জলি।



আবাহন।

শারদ সান্ধ্য আকাশে আজিগো
জ্বলেছে তোমার দীপালি
ধারা বিধৌত পল্লব শাখা,
মঙ্গল শাখি থরে থরে রাখা,
ফুটেছে তোমার চরণে লুটিতে
শুভ্র ললিত শেফালি।

চন্দন তব নব নীহারিকা,
পূজারিণী ওই প্রকৃতি বালিকা,
বিশ্বমোহন প্রণব তানে
বাজিছে আহ্বান মুরলী।
এস তুমি এস আপনা বিকাশি,
দশদিশি তব কিরণ প্রকাশি',
সফল হইবে সব আয়োজন,—
বড় আদরের পূজার ডালি ;
লুটিবে জগৎ পদরেণু চুমি'
ধন্য হইবে সকলি।

সুন্দরের ধ্যান।

হে জগত-সুন্দর !
সুন্দর তব রবিশশধর,
সুন্দর তব কান্তার সাগর,
সুন্দর তব গহন ভূধর,
হে সুন্দর, তুমি সুন্দরতর !

দৃপ্ত জগত আলোকে তোমার,
তৃপ্ত পরাণ প্রেমেতে তোমার,
ব্যপ্ত হৃদয় পুলকে তোমার,
লুপ্ত তোমাতে চরাচর,
হে সুন্দর, তুমি সুন্দরতর !

তারাময় বিশ্ব আলোক নিকর
তোমারই জ্যোতিঃর ঝলস নির্ঝর,
সারা বিশ্ব ব্যপি, হে বিশ্বসুন্দর !
প্রাণময় তুমি আরও সুন্দর ;
হে সুন্দর, তুমি আরও সুন্দর !

লীলা।

বিশ্বে তোমার এত হাহাকার,
তবু দেব তুমি এতই শান্ত!
নীরব নিরোল, বিভোর বিভোল
সুপ্ত প্রশান্তি জানে না অন্ত!
নাহি চঞ্চলতা, নাহিক ভঙ্গ নাহিক উচ্ছ্বাস নাহি তরঙ্গ,
শান্ত সৌম্য, চির নিঝুমতা
হাসে মৃদু হাসি, ভরি' দশদিশি,
তবে বিশ্বে কেন এত ব্যথা?
এত ব্যাকুলতা, এত চপলতা,
তুমি সুমহান এতই শান্ত,
শান্ত নয়নে দেখিছ চাহিয়া, তোমারই সৃষ্টির অন্ত!

সান্ধ্য স্রোতে।

বাজিয়া উঠিল আরতি তোমার
মন্দিরে মন্দিরে,
বাজিয়া উঠিল তোমারই গান
হৃদয় কন্দরে ;—
ভরিয়া উঠিল দশদিক ওই,
ভাসিয়া উঠিল তোমারই সুরে ;
চরণ চুমিয়া গ'লে গেল' ধরা
তোমার সুরের মন্দরে।

আমারেও কেন দাওনা ভাসায়ে
অচেনা অজানা দূরের পারে,
আমারেও কেন লহনা ভাসায়ে
তোমার শান্ত বন্দরে।

ঝঙ্কার।

তব প্রণব মধুর গভীর ধ্বনি ঝঙ্কারে গো ঝঙ্কারে।
বিহগের কলকলে,
সাগরের নীল জলে,
পবনের প্রকম্পনে,
জলদের গরজনে,
তোমারি মধুর গভীর ধ্বনি ঝঙ্কারে গো ঝঙ্কারে।

তটিনীর কলতানে,
শাখিনীর মরমরে,
ঝটিকার স্বনস্বনে,
ঝরণার ঝরঝরে,
তোমারি মধুর গভীর ধ্বনি ঝঙ্কারে গো ঝঙ্কারে।

পর্ব্বতে সাগরে,
কাননে প্রান্তরে,
বিশ্ব ব্যাপিয়া
মধুরে গভীরে,
তব প্রণব মধুর গভীর ধ্বনি ঝঙ্কারে গো ঝঙ্কারে।

ব্যাকুলতা।

আজকে বিজন বনের ধারে,
ভরা নদীর ওই কিনারে,
বাজল' তোমার বাঁশীর সুরে,
তোমার মহান গান।

উঠলো নেচে মাথা তুলি,'
স্তব্ধ নদীর ঢেউ গুলি,
চিকন চাঁদের চিকন আলোয়
চিকন উতল টান।

উঠলো ফুটে বনে ফুল,
উঠলো দুলে দোদুল দুল,
তোমার গানের সনে তা'রা,
মিলিয়ে দিল প্রাণ।

কেন আমি কাঁদি ব'সে,
মুছাও অশ্রু কাছে এসে,
হৃদের সকল ব্যাকুলতা
(আজ) হবে অবসান।

উদ্বোধন।

বাজাও তোমার অভয় শঙ্খ, সঘন নিনাদ কম্পনে
সুপ্ত তোরণ কাঁপিয়া উঠুক, ধ্বনিয়া উঠুক ঝঞ্ঝনে।
জাগিয়া উঠুক, সুপ্ত জগৎ,
মোহ নিদ্রা ত্যজি', হউক জাগ্রৎ,
হউক তৎপর নিখিল জগৎ, শাশ্বতি শিক্ষা গ্রহণে।

আজও আছে কুরু, আছে সে পাণ্ডব,
আছে কুরুক্ষেত্র, আছে সে খাণ্ডব,
আজও রাজে পাপাচার, ভীষণ তাণ্ডব নর্ত্তনে।

ভাঙ্গ' সে মূর্চ্ছা ভাঙ্গ' সে বিষাদ,
এসহে চক্রিন্! এসহে নিষাদ!
অবসাদ ভেঙ্গে প্রসাদ বিতর, জাগাইয়া দাও অর্জ্জুনে।

জ্ঞানযোগে দাও ভ্রম টুটাইয়া,
কর্ম্মযোগে দাও পথ দেখাইয়া,
শক্তির স্রোত ছুটাও হৃদয়ে, মুক্তি তোরণ বহনে;
বাজাও তোমার অভয় শঙ্খ, সঘন নিনাদ কম্পনে।

সার্থক জীবন।

সকল সময় আমায় প্রভু,
কাজের মাঝে রেখো ;
কাজেই আমার সার্থকতা
বুকে আমার লিখো।

স্রোতটী আমায় দেখিয়ে দিয়ে,
(তুমি) দূরে দূরে থেকো,
দাঁড়ালে, নাথ! দিও ঠেলে,
কঠোর হ'য়ে দেখো!

তোমার কঠোর ভালবাসা,
সেইত' সাধন,—বাধন টুটে,
সেইত' মুক্তি সেইত' আশা,
কাজেই তাহা উঠুক ফুটে ;

করিয়ে নিও আপনি হে নাথ!
যখন যেথা রাখো,—
কাজে যেন পাই তোমারে,—
এইটী ভালে লিখো।

দীক্ষা।

বাজাও বাঁশী গভীর মন্দ্রে মাতিয়ে দিয়ে প্রাণ,
জাগিয়ে দাও হে ঘুমের ঘোরে দীপক সুরের তান।
কাঁপিয়া উঠুক হৃদয় গ্রন্থি,
ছিঁড়ে যা'ক সব তুচ্ছ ভ্রান্তি,
নীরব শান্তি ভুলিয়ে গাও হে জাগরণের গান;
বাজাও বাঁশী গভীর মন্দ্রে মাতিয়ে দিয়ে প্রাণ।
বহিয়ে দাও হৃদয় আকাশে
তড়িতের লতা তরল হরষে,
যাহার পরশে অবশ জীবন পাইবে নূতন প্রাণ;
বাজাও বাঁশী গভীর মন্দ্রে ফিরিয়ে দিয়ে টান।
নয়নেতে দাও তীব্র দৃষ্টি,
তীব্র শ্রবণ কর হে সৃষ্টি;
মিষ্ট শুরু গভীর মন্দ্রে ছুটিয়ে দাও আজ প্রাণ।

নিশ্বাসে দাও প্রবল শক্তি,
মানিবে না বাধা পাইবে মুক্তি ;
শক্তি-হীনতা পালাবে ছুটিয়া বাঁচাতে আপন মান,
বাজাও বাঁশী গভীর মন্ত্রে মাতিয়ে দিয়ে প্রাণ।
বজ্রের বল আসিবে বাহুতে,
জীবনের স্রোত শিরাতে শিরাতে
ছুটিবে ছুটায়ে আর্য্য শোণিত, আর্য্য পিতার দান
জাগুক চন্দ্র জাগুক সূর্য্য,
প্রকাশিয়া জ্যোতিঃ অমিত শৌর্য্য ;
সুক্ষীণা তটিনী বহুক সবেগে তুলিয়া সবেগ বান।
তুমি আপন মন্ত্রে ভাঙ্গিয়া তন্দ্রা দাও গো দীক্ষাদান।
আপনার সব আপনি ভিখারী,
আপনার তরী অপরে কাণ্ডারী ;
এই কি জীবন এই কি জগৎ এই কি প্রাণের মান।
এই কি সে জ্ঞান এই কি শিক্ষা,
এই কি আর্য্য ! তোমার দীক্ষা ;
ভিক্ষা করিতে শিখায়েছ শুধু নাই কি মায়ের মান।
বাজাও বাঁশী গভীর মন্ত্রে ফিরিয়ে দিয়ে টান।



সরলতা।

প্রভু আমায় সরল কর বালকেরই প্রায়,
সরল হাসির চপল খেলা—আমার পরাণ চায়।
তাদের তরুণ বীণার তারে
তোমার করুণ সুর যে বাজে,
তোমার মোহন সরল আবেশ,—
ছায় যে তা'দের সকল কাজে ;
কোন' পথের কাঁটা খোঁচা ফোটেনি যে তাদের পায়।

তারা যে গো তোমার ছায়া,
তোমার মত মহাপ্রাণ—
তাদের মাঝেই ধরে কায়া,
সকল বিশ্বের সরল তান ;
তাদেরই সে চপল হাসি
তাই ত আমার পরাণ চায় ;
প্রভু! আমায় সরল কর, বালকেরই প্রায়।

পথের সাথী।

পথের মাঝে আঁধার হ'ল—
তুমি দেখাও আলো ;
তুমি, আগে ভাগে বাজাও নূপুর,
সাথে নিয়ে চলো ;—
বাজুক নূপুর শিঞ্জনিয়া,
ধেয়ে ধেয়ে যাবে হিয়া,
চলবো আমি তোমার পাছে,
তুমি যেথা চলো ;
তোমার আলোক পড়ে যদি,
জীবনপথের আঁধার ভেদি'—
চলবো সখা সরিয়ে বাধা,
শুধু দেখাও আলো।

পরীক্ষা।

কেন প্রিয় তোমার কাছে আমার পরীক্ষা ?
তোমার দেওয়া ক্ষুদ্র এ প্রাণ,
তোমার কাছে ক'রবে কি ভান ;
তাইত ভাবি,—করি ওগো তোমার প্রতীক্ষা।

তোমার দেওয়া কান্নাহাসি,
সুখের স্মৃতি অশ্রুভার,—
রাখি গেঁথে তোমার লাগি',
হবে তোমার কণ্ঠ হার ;
তোমার দেওয়া ফুলে গাঁথি, তোমার মালিকা ;

তোমারই সব, তোমার আমি
তবু কেন দিবস যামি',
জীবন ব্যপি' তোমার কাছে
আমার পরীক্ষা !

অতৃপ্তি।

হে সুন্দর! যদি তোমা পানে থাকি চাহিয়া
সেই সে মুহূর্ত্ত স্বরগ মোর;
কিন্তু কেন দাও ক্ষণে ভুলাইয়া
কেন কেটে দাও সুখের ডোর?

তোমারই ধ্যানে যদি ঢেলে দিই প্রাণ
ভুলিতে পারি জগতের সাধ;
কেন তুমি মোরে ক'রে দাও ম্লান,
কেন ভেঙ্গে দাও বালির বাঁধ!

কেন পাঠাইয়া দাও ক্ষুধা তৃষা শ্রম,
কেন ভেঙ্গে দাও সুখের স্বপন
হে সুন্দর! এত ছল তব, এতই নির্ম্মম!
কোথা সার্থকতা তবে মানস মোহন?

বাঁশরী।

তোমার পাগল করা বাঁশীর সুরে
ভুলিয়ে দেছ' সকল জ্বালা,
হৃদয় গুহার কালীম আঁধারে,
জ্বালিয়াছ তুমি তীব্র আলা।

নাচে তাই প্রাণ উতল তালে,
গাহে ক্ষীণ কণ্ঠ বিভোল রোলে,
হৃদি মরু মাঝে এনেছ তুমি হে,
নব কুঞ্জ ঘন সরস সুজলা।

ছায়াময়ী ছবি এনে দেছ' চোখে,
আঁধারে আলোকে পালায় পলকে,
চেয়ে থাকি শুধু নাহি ধরা ছোঁয়া,
প্রিয়! তোমার সুরের এ কোন ছলা?

ঘুমের ঘোরে।

আজকে প্রিয় লুকিয়ে গেলে,
অমন আড়াল দিয়ে ;
ঘুমের ঘোরের আঁধার ছায়া,
ছেয়েছিল আমার কায়া,
তোমার মায়ার অচেতনা,
ছিল চেতন ছেয়ে।

বিশ্বমাঝে ঘুমের খেলা,
তোমার মায়ার মহা মেলা,
সেথায় লুকোচুরি খেলা
বিশ্ব স্রোতের ধারা বেয়ে।

বুঝেছি আজ লুকোচুরি,
তোমার মায়া তোমার চুরি,
অবসানের মহাঘুমে
যেও নাক' আড়াল দিয়ে।

নির্ব্বাসন।

তোমার সুখের জগতে আজ,
আমার নির্ব্বাসন ;
তোমার প্রেমের ডোরে আমার,
গলেরই বন্ধন।
(তোমার) কমনীয় আঁখির পলক,
নাচায় তোমার দ্যুলোক ভূলোক,
তোমার ঠারে আমার হৃদে,
এ মহা স্পন্দন।
তোমার মহান নীরব ভাষা,
আঁধারে দেয় আলোর আশা,
দেয় ডুবায়ে কোন পাথারে,
দেখায়ে স্বপন !
তোমায় ভালবাসি ব'লে,
চলি আমি তোমার ছলে,
ভালবেসে হেসে হেসে কাঁদাও এমন।
তোমার সুখের জগতে তাই
আমার নির্ব্বাসন !

হৃদয় বীণা।

আমার ছিন্ন হৃদয় বীণার তারে,
তোমারই সুর বাজে,
ওগো তোমারই সুর বাজে ;
তোমার করের পরশে তার,
ছিন্ন হলেও বাজে,
ওগো ছিন্ন হলেও বাজে ।
যখন তুমি ঝঙ্কারো গো
কোমল মধুর তারে,
(হৃদে) বাজে মধুর তারে ;
আবার যখন ঝঙ্কারো গো
তীব্র কঠিন তারে,—
বাজে, কেঁপে তীব্র তারে,
কোমল মধুর, তীব্র কঠিন
সুরেতে প্রাণ ভাসে,
(তোমার) সুরেতে প্রাণ ভাসে ;
যে সুরেতে বাজাও তারে,
সেই সুরেতে বাজে,
আমার হৃদয়-বীণার তারটী সখা সেই সুরেতে বাজে ।

চরম তারে।

তোমার হাতে আমার বীণার তার
বেজেছিল, গেল' ছিঁড়ে,
বাজবে নাক' আর,
বেঁধেছিলে তারা সুরে,
বেজেছিল তারা সুরে,
চরম তারে তাহার মরম,
ছুটল' সুরের পার ;
তখন, টুটল' তাহার বাঁধনের টান,
বাজবে নাক' আর !
তোমার হাতে আমার বীণার তার।

ব্যর্থ নিষ্ঠুরতা।

আমার সকলি ভুলায়ে দাও---
ভুলাইয়া দাও 'আমি আমি আমি',
ভুলাও জগত দিবস যামি',
ভুলাও সংসার,—সুখ দুখ তা'র,
হৃদয়ের তারে তোল'গো ঝঙ্কার—
মোহন মধুর নিঠুর তারে
বাজাও নিঠুর! বাজাও!

(তুমি) দেখাও নয়নে শুধু ধূ ধূ মরু,
হ'য়ো নাক' তাহে, তুমি ছায়াতরু,
মরুরমাঝে দেখবো তোমায়, নিঠুর নিঠুরতর,
শুধু প্রাণের মাঝে, বাজাও ওগো আরও খরতর ;—
সব ছেড়ে যাই, সব ভুলে যাই,
বাজাও নিঠুর বাজাও!

কোমল—কঠোর।

আজ ভয় রাখিনা ভেদ রাখিনা কোমল কঠোরে!
তুমি হৃদয় মাঝে বাজাও হে নাথ,
কড়ি কঠোর তারে,
খরতর বাজাও হে নাথ!
বাজাও কঠোর করে;

তাপিয়ে দাওহে হৃদয় তার,
শুখায়ে যা'ক্ সে অশ্রুধার,
সকল আঘাত সইব' তোমার,—
হাসব' কঠোর স্বরে।

কঠোর আঘাত করবে তুমি
কঠোর চোখে দেখব' চেয়ে,
কঠোর তারে বাজবে হৃদে
শুনবো কঠোর কানে,
হাসবো সখা কঠোর হাসি কঠোর ওষ্ঠাধরে!
আজ ভয় রাখিনা ভেদ রাখিনা কোমল কঠোরে!

ছন্দের শেষ।

ওই যে হাসিছে শারদ নিশি,
শুভ্র শশির কিরণে মিশি',
সে যে তোমারি ওগো তোমারি হাসি
দশ দিক ওই ব্যপেছে।

ওই যে ও সেই চারু তারাবলী,
তোমারি কণেক হাসির ডালি,
তোমাতে আসিয়া মিশাবে বলি'—
তোমারি পানেতে চাহিছে।

তোমারই তরল শুভ্র জ্যোছনা
স্বচ্ছ আকাশে, আলো আলপনা
বিলস চঞ্চল ভ্রান্ত বিমনা,
তোমারি আলোকে মিশিছে।

সকলই তোমার, আলো হাসি মাখা
তবে কেন হায় বল বল সখা
হৃদয় আমার আঁধারেতে ঢাকা
তোমারই লাগিয়া কাঁদিছে।

বিশ্বে তোমার হাসি ঢল ঢল,
আমারই কি শুধু আঁখিভরা জল,
তা'ত কভু নয় সে যে মায়াছল—
আমারও হৃদয় হাসিছে।



তোমা-হারা।

শুনেছি তোমারি গান
বিজন গহনে,
চেয়েছিনু অপলকে
পাইনি দেখা—
কত ব্যথা পেয়ে আমি
ডেকেছিনু তোমারে,
তবু কই এলে নাত'
কাঁদিনু সখা।
শুনিনু তোমারি বাঁশী
আকাশে বাতাসে,
শুনিনু ব্যাপিয়া বিশ্ব!—
দেখি' বিশ্বময়
হারানু চোখের দৃষ্টি
সব শূন্যময়!
"কোথা তুমি কোথা" ব'লে
আছাড়ি' পড়িনু হতাশায়।

কেন বল আমি ডাকি না।

কেন নাহি ডাকি দেবতা আমার,
কেন বল আমি ডাকি না;
প্রভাতে বিহগ প্রভাতী বন্দনে
ডাকিয়া উঠে যে গাহিয়া—
কুলায়ে পশিতে আরতি ছন্দে,
গাহে সে তোমায় ডাকিয়া;
শুনিয়াও কেন কণ্ঠে আমার
তোমারই সে গান বাজেনা!
কেন বল আমি ডাকি না।

দিবারাতি নাই, বহিতেছে নদী,
কলনাদ তান তরল ছন্দে—
পবনের তালে নাচিয়া কহিছে,
জয় জগদীশ জয়, বন্দে!
সেই সে ছন্দ তোলেনাক' কেন,
তোমা লাগি' মোর বাসনা;
কেন বল আমি ডাকি না।

অচল অটল মৌন সে তরু,
তোমারই নীরব-ধ্যান মগ্ন—
রোদ বৃষ্টি নাই, ডাকিছে তোমায়,
না হয় তাহার সে ধ্যান ভগ্ন ;—
তেমতি নীরবে অচপল প্রাণে
আমি ত বিভোর থাকিনা ;
কেন বল আমি ডাকি না।



দূরের স্বপ্ন।

কোন্ সে সুদূর মধুর প্রাতে তোমায় আমায় হ'ল দেখা
সে সকলই স্মৃতির পটে ছিল-আছে-থাক্‌বে আঁকা ;
কি নয়নে চেয়েছিলে,
কি আহ্বানে ডেকেছিলে,
কি যে কথা কয়েছিলে,
আছে আজও হৃদয় তলে, মনের সাথে জড়িয়ে রাখা ;
কি পরশে ছুঁয়েছিলে,
কি হরষে ভাসিয়েছিলে,
হৃদয়টুকু কেড়ে নিলে,
ফিরায়ে ত দাওনি আজও, তোমার কাছে আছে রাখা।
আজও চাহে তাই দুনয়ন,
আহ্বান শুনিতে আজও শ্রবণ.
হৃদয় পাইতে তব পরশন
চেয়ে আছে ওগো তোমারই পানে, পাইতে তোমারে সখা—
ফিরালে গো তুমি ভিখারী তোমার আর ত দিলেনা দেখা !

লুকান পরশ।

স্বপ্ত শ্রবণে বেজেছিল তব মহা আহ্বান গীতি ;
স্বপ্ত নয়নে পড়েনিক' মোর
তোমারই সে ছবি সুন্দর হে
স্বপ্ত হৃদয়ে পদেরই পরশ
আছে সে আজিও লুকায়ে ;—
থেকে থেকে থেকে মনে ক'রে দেয়,
তব লুকোচুরি গোপন প্রীতি।
জাগ্রতে কেন আস' নাক তুমি,
এ মোর নয়নে ফেল না ছায়া
লুকান স্বপনে লুকান সে খেলা,
জাগ্রত হ'য়ে ধরুক কায়া ;
সাধ্য-সাধক-সাধন-মিলিত ধ্বনিয়া উঠুক গভীর গীতি।

অভিমান।

তোমারই আহ্বান মুরলী
বারে বারে মোরে ডাকে ;
শারদ আকাশে নীলিমা বিদারি'
তব আঁখি চেয়ে থাকে ;
কেন তুমি ডাক' ও ব্যাকুল সুরে,
আমি যে রয়েছি বাঁধা হেথা মায়া ডোরে,
যাই যাই করে প্রাণ তবু বাঁধা থাকে।
ডাকহে নাথ আরও জোরে,
মিছা বাঁধন যাক্‌না ছিঁড়ে,
লহ টেনে আকর্ষনে লহ মোরে ডেকে।
আকাশ তোমার ডাকে আমায়
তুলে অভয় পাণি,
বাতাস তোমার ব'য়ে আনে
তোমার অভয় বাণী ;
লুকিয়ে তুমি দূরে থেকে, ডাক থেকে থেকে ;—
দূরের ডাকে সুরের খেলায়
আর দিব না সাড়া,
লও ডেকে কি এসে দাঁড়াও
বেরিয়ে আড়াল থেকে।

শিহরণ।

কে গো আজি দিলে আঘাত, প্রাণের দুয়ারে !
ছিনু জেগে একলা রাতে
আকাশ পানে চোখ ফিরায়ে,
শিহরিনু কার আঘাতে
পরশ বিহীন কোন সে হাতে
কর'লে আঘাত চকিত ভাবে, প্রাণেরই তারে ;
কে গো আজি দিলে আঘাত প্রাণের দুয়ারে।

হৃদয় আমার মহামরু
তীব্রতপ্ত বালুময়,
আছে সেথা মরীচিকা
মায়া আশা হতাশময়,—
তাই, রচবে কি আজ মোহন কুঞ্জ
মহামরুর অন্তরে ?
কে গো আজি দিলে আঘাত প্রাণের দুয়ারে !

তোমার আমি।

কোন্ সুদূরের অতীত পারে, তোমায় দেখেছি,
তোমায় আমায় সব পরিচয় ভুলে গিয়েছি ;
ছিলে সিংহাসনে তুমি
আমি পাশে দাঁড়াইয়া,
ডাকিতে আমারে তুমি
বাহু দুটী বাড়াইয়া,
সবই মনে আছে আমার, (শুধু) তোমায় ভুলেছি।

চাইতে তুমি আমার পানে
স্নেহ মাখা নয়নেতে,
আঁকা আছে নয়ন কোণে
পারেনি কাল মুছাইতে,
শুধু আমি,—তোমার আমি, তোমায় ভুলেছি।

কথা তোমার মনে আছে
শ্রবণেতে আছে গাঁথা,
ছায়া তোমার হৃদে আছে
মনে ক'রে পাই ব্যথা,
আছ তুমি মনে প্রাণে, তবু ভুলেছি ;
কোন সুদূরের অতীত পারে তোমায় দেখেছি।

ব্যথা আমার সই।

আমি হৃদয়ের ব্যথা হৃদয়ে রাখিব,
কাঁদিব নীরব নিশিথে ;
বিদারি' মরম হৃদয়ের ব্যথা,
মনে ক'রে দেবে কতই কথা,
স্মরিব সকলই ভাবিব সকলই,
কথা কব আমি ব্যথারই সাথে ।
হাসিব ভাষিব তাহারই সাথে,
শিরসি তুলিয়া ভূষিব মাথে,
ব্যথারে ভালবাসিয়া কহিব,
থাক্ ওলো সই আমার সাথে।
নাহি কিছু মোর জগতে আপন
তাই ওলো তোরে করিব যতন,
তোরে বুকে চেপে রেখে হাতে ;
তুই ব্যথা মোর, আমি যে রে তোর,
আয় খেলে যাই, হ'তে হ'তে ভোর,
যখন ক্ষণিক ছাড়াছাড়ি হবে আমাতে তোতে ;
তোরেই আমি ভালবাসি সখি,
থাক ওলো সই আমার সাথে।

তুমি ও আমি।

জেগেছিলে হেসেছিলে, সে যে তুমি আমার প্রাণে।
আমি বিজন বনে ছিনু একা,
তোমার কথা পড়্‌'লো মনে;
ভুলে গেলাম সকল ব্যথা,
জাগলে তুমি আমার প্রাণে;
মোর চোখে চোখ পড়্‌'লো তোমার,
দৃষ্টি আমার গেল চ'লে, সৃষ্টি ধূমাকার!—
ঢাকলে তুমি আমার হৃদয়, তোমার হৃদের আবরণে।
তোমায় আমায় গেনু মিশি,
দিলে আমায় তেমোর হাসি',
ভুলে গেলাম সকল ব্যথা,
হাসলে তুমি আমার প্রাণে;
কিন্তু সখা চ'লে গেলে,
দৃষ্টি আমার গেল চ'লে, সৃষ্টি ধূমাকার!—
সে আঁধার ত কাটল' নাক'
র'য়ে গেল মোর নয়নে,
তাইত ব'সে ভাবি আজি
অশ্রু হাসে নয়ন কোনে;
ভাবি,—জেগেছিলে হেসেছিলে সে যে তুমি আমার প্রাণে;
হাসির মাঝে কাঁদিয়ে গেলে—তোমায় প্রিয় নিলাম চিনে।

ক্ষুদ্রহাসি।

হাস্‌ ওরে তুই হাসরে ও ফুল !
তোর হাসিতে মিশাই হাসি ;
হাস তুই ওরে নয়ন বিথারি',
পশিবে আমার হৃদয় বিদারি',
তোর নয়নে মোর নয়নে,
সব ভুলে আজ যাবে মিশি।
তোর প্রাণেতে মোর প্রাণেতে,
ভাসবে ঢেউয়ে মলয় স্রোতে ;
তোরই বুকের গুঢ়ককথা,
বাজবে এসে আমার প্রাণে ;
আমার কথা শুনবি ওরে
আমার মত ব্যাকুল কানে !
তোর যে ও প্রাণ ক্ষণিক আবেগ,
উল্কা তারার হাসির জ্যোতিঃ—
বিষাদ ব্যথার লীলাভূমি,
গরুময় এ আমার হৃদি—
তারই মাঝে ক্ষণিক ওরে
তোর হাসিতে মিশাই হাসি।

এদিক—ওদিক।

চ'লে গেছে মোর সোনার সে দিন,
    সোনার স্বপন ভেঙ্গে গেছে ;
চ'লে গেছে মোর গানের সুতান,
    কিছুই কি তার বাকি আছে ?

*   *   *

যায়নি রে তোর সোনার সে দিন.
    অতীতেতে জড়িয়ে আছে,
তোর সে সোনার ভাঙ্গা স্বপন,
    স্মৃতির মাঝে শুয়ে আছে,
তোর সে মধুর গানের সুতান,
    বাতাস মাঝে মিশিয়ে আছে ;
কিছুই রে তোর যায়নি খোয়া
    সকলই তোর জমা আছে !

অন্ধকারে।

রাত্রি তুমি হ'য়ো নাক' ভোর—
আবছায়াতে ছেয়ে রাখ নয়ন দুটী মোর ;
কি ছার আলো চাইনা আমি,
ছেয়ে থাক' আমায় তুমি,
আবছায়াতে হারিয়ে যাব'
ফেলব' টুটে ডোর।
অন্ধকারের অন্তরে আজ,
ফেলব' ছুঁড়ে থাক যতকাজ ;
অন্ধকারে অন্ধ হ'য়ে,
থাকব' ধ্যানে ভোর ;
আবছায়াতে আপনহারা আপন ভাবে ভোর।

সেই কিরে তোর অধিপাল ?

কোন খানে তুই, ওরে জোনাক
লুকিয়ে ছিলি এতকাল !
আজ এই নূতন মলয় বায়ে,
নীল আকাশে তুলিলি পাল।
নূতন ফুলে চাঁদের আলো,
নূতন হাওয়ায় খেলে ভালো ;
সেইখানে তুই ছড়া'স আলো,
আলোয় আলো লালে লাল।
কেনরে তুই ক্ষণে হাসিস,
কেনরে তুই ক্ষণে ডুবিস ;
জগতজোড়া লুকোচুরি,—
সেই কিরে তোর অধিপাল ?

পরিচয়।

পাগল আমি, চিনেছি আজ পাগল তোমারে।
তুমি সে যে মহাপাগল,
বিশ্ব তোমার সেও যে পাগল,
পাগ্‌লামী তার শিরায় শিরায়,
চলে পাগল ধারে।
চপল চাঁদের পাগল হাসি,
তারার জ্যোতিঃ, হাওয়ার বাঁশী,
পাগল ঝোরার পাগল ঝারায়
দেখি তোমারে।
পাগলামী ওই, পাগল হাওয়ার ফুৎকারে,
পাগলামী ওই, পাগল ঝিঁঝির ঝঙ্কারে,
পাগল করা গন্ধ পাগল
দূরের পাহাড়ে ;
বিশ্বস্রোতের পাগল ঢেউয়ে
দেখি তোমারে !
পাগল আমি চিনেছি আজ পাগল তোমারে।

দেবতা আমার।

সেই মোর প্রিয়, দেবতা আমার,
যাহারেই আমি ভালবাসি ;
মন্দির রচি' হৃদয় নিলয়ে,
পূজিব নয়ন কমলে,
আঁখি-নীরে তার দিব পদ ধুয়ে,
চাহিয়া দেখিব বিহ্বলে,
হৃদয়ে আঘাত গাহিবে মন্ত্র,
নিশ্বাসে ব'বে সুরের বাঁশী।
প্রাণ যে এ দেহে নহে ত আমার,
সে যাবে চলিয়া তাহারি পাশে,
ব্যাকুলতা মাখা দেহ যে আমার,
পড়িয়া রহিবে তন্দ্রালসে,
তখন এ আমি সবারই অধরে,
ফুটিব একটী ক্ষুদ্র হাসি ;
সেই মোর প্রিয় দেবতা আমার,
যাহারেই আমি ভালবাসি।

সকল কাজে।

প্রিয় তোমায় মনে পড়ে
আমার সকল কাজে ;
ভুলে তোমায় ভুলে থাকি,
ভুলের জগত মাঝে।
ঘুমের মাঝে কাতর প্রাণে,
বাজাও বীণা করুণ তানে ;
ঘুমের ঘোরে ভাঙ্গা বুকে,
তোমার চরণ রাজে।
ভুল ভেঙ্গে যায় জেগে উঠি,
কেন ওগো পালাও ছুটি' ;
ধরা দিয়ে লুকোচুরি,
আজও কি আর সাজে!
প্রিয় তোমায় মনে পড়ে
আমার সকল কাজে।

দূরের সুর

তোমার গানের সুর যে আজও কানে বাজে
কানে বাজে, ওগো কানে বাজে
দিবানিশি সকাল সাঁঝে
সে যে আমার সকল কাজে,
দূরে কাছে হাসা কাঁদায়—কানে বাজে,
কানে বাজে ওগো কানে বাজে।

আড়াল হ'তে সুরের খেলা,
সন্ধ্যা দুপুর সকাল বেলা ;
সুরের ব্যথা সুরের জ্বালা,—হৃদে রাজে,
হৃদে রাজে ওগো হৃদে রাজে।

মিলনে মধুর মোহ,
বিদায়ে বিধুর ব্যথা,
অমৃত গরলে মিলি,
বলে প্রাণে কত কথা ;
তোমারই সে সুরে মিশে—আজও বাজে,
আজও বাজে ওগো আজও বাজে।

আরাধনা।

ভালবেসে যেন সহি না বিরহ
ব্যথায় আমারে ক'রোনা অন্ধ
ওগো ! ক'রোনা ব্যথায় অন্ধ ;
বারেক খুলিয়া মন্দির দ্বার
হে দেবতা মোর ক'রোনা বন্ধ ।
আমি গাঁথি নাই মালা
শুখাইবে ভয়ে,
ঘসিনি চন্দন
পড়িবে ঝরিয়ে—
আমি দুটী বাহু দিয়ে কণ্ঠ জড়ায়ে
রচিব কুসুম বন্ধ ;
নয়ন-কমল স-রেণু সলীলে
রচিব কপোলে তিলক বন্ধ ।
তোমারে যা'দিব থাকিবে অক্ষয়
তুমিও তা' দিও হৃদের হৃদয়
তোমাতে আমাতে চির বিনিময়
হউক অক্ষয় হৃদয়-চন্দ !
হে মোর আরাধ্য প্রেমের দেবতা ব্যথায় করোনা অন্ধ ।

অসহনীয়।

তোমারই লুকানো প্রাণে,
তোমারই লুকানো ব্যথা,
তোমারই লুকানো ক্ষণে
বুকে বাজে।

তোমারই লুকানো গানে,
তোমারই লুকানো খেলা,
তোমারই লুকানো রূপ
—চোখে রাজে।

লুকানো সে আঁখি কোনে,
লুকানো আবেগ রাগ,
লুকায় সে অনুরাগ
—ব্যথারই মাঝে।

লুকায়ে থেক'না আর,
লুকায়ে রেখ'না আর,
লুকোচুরি সহে নাক'
—তোমারই কাজে।

চির আপনার।

কেন তোমায় হারিয়ে ফেলি প্রিয় আমার প্রিয় ?
হৃদয় আমার ব্যাকুল হ'য়ে,
খোঁজে তোমায় উধাও হ'য়ে,
খুঁজে খুঁজে শ্রান্ত হ'লে, এসে দেখা দিও।

সন্ধ্যা প্রভাত দুপুর নিশি,
সবই তা'রা যায় যে মিশি,'
তোমার হাসি দেখতে আমায়, অন্ধ ক'রে দিও।

দূরের হাসি দূরের খেলা,
দূরের ব্যথা, শুষ্ক মালা,
তাই ল'য়ে আজ আছি ব'সে, আঁধার হৃদয় গেহ।

আমার দেওয়া শুষ্কমালা,
আছে তোমার জড়িয়ে গলা,
এস আবার বদল করি, এস এস প্রিয়
হারিয়ে তোমায় ফেলিনিক' প্রিয় আমার প্রিয়!

তবু কেন দূর ?

তবু কেন দূর ?
গানে তোমায় পাব' ব'লে
কণ্ঠে আমার সুর ;
শুনি' তোমার অভয়বাণী
শ্রবণ যে ভরপুর
ওগো তবু কেন দূর ?

নিশ্বাসে মোর রাত্রিদিবা,
অজপা জপ করে সেবা,
তুমি নয়নে মোর নয়নতারা,
ওহে নিকট-দূর !

হৃদয় আমার আসন তোমার,
আছ সেথা প্রিয় আমার ;
পরশ তোমায় পায়না খুঁজে
আবেগে ভরপুর ;
ওগো তবু কেন দূর ?

ছলনা।

সকলই ত নাথ ছলনা তোমার,—
চক্রি তুমি হে চক্রধারি !
ক্রীড়াপর হ'য়ে বিপদে কাঁদায়ে
মঙ্গলকর দাও হে বাড়ায়ে,
দূরে থেকে তুমি হাসিয়া কাঁদায়ে,
হাসায়ে যাও হে দূরে সরি'।
হাসি কি না হাসি দেখ হাসাইয়া,
কাঁদি কি না কাঁদি দেখ কাঁদাইয়া ;
হাসাতে কাঁদাতে রেখেছ মিশায়ে
কোনটাই যে গো ভুলিতে নারি।
যদি কাঁদে মোর ব্যাকুলিত প্রাণ,
তুমি এসে পাশে লও অধিষ্ঠান ;
স্থির হ'লে মোর মিছা ব্যাকুলতা
আর ত ক্ষণেক করনা দেরি ?
পালাও লুকায়ে চকিতে আসিয়া,
দাওনা দেখিতে নয়ন মেলিয়া,
চাহিয়া দেখি শুধুই শূন্যতা !—
ওই বিশাল শূন্যতা বিদারি'।

আজ প্রাতে।

আজ প্রাতে কেন, তোমা লাগি মোর
কাঁদিয়া উঠিল হৃদি ?
ভুলে গিয়ে সব, উদ্বেল আকুল
জাগিল পুরাণ স্মৃতি ;—
সেই সে হতাশ ব্যাকুলিত প্রাণ,
সেই সে নিশ্বাস, সজল নয়ন,
সেই সে নিরাশ বিদায়ের গান,
নূতন করিয়া ফিরিয়া আসিল, ভাসায়ে অকূল কূলে !
ভেসে যাই আজ আঁখি ভেসে যায়,
ভেবে দেখি সখা হৃদি ডুবে যায়,
দেখিতে না পাই আঁখি নিভে যায়,
জানিনা কোথায়— তবু মন ধায়
সেই সে অজানা সাগরের পারে,
তোমার সুদূর কূলে।
সেদিন আসিবে সব ব্যবধান,
ছুটিয়া যাইবে, বিরাট মহান্
সাগর সাঁতারি' তোমার কাছেতে,
যাবগো যাবগো নূতন প্রভাতে,
তুমি দুবাহু বাড়ায়ে ধরিয়া ল'য়োগো,—
তুলিয়া ল'য়োগো তোমার কূলে !

রাখী-বন্ধন।

নিশির ভোরে আবেগ ভরে ডেকে যখন ওঠে পাখী,
হৃদয় আমার নেচে ওঠে, ভ'রে ওঠে সুপ্ত আঁখি ;
এমনি ক'রে কাটবে নিশি,
আসবে আমার ভোর,
পাখীর মত হৃদয় নিয়ে,
ধাইব কেটে ডোর,
সকল আঁধার ছুটবে তখন, আলোর আসা দেখি' ;
যখন, বেঁধে দেবে আমার হাতে তোমার প্রেমের রাখী।
দেখবো তোমায় নূতন চোখে
নূতন গানে পূজবো চরণ,
নূতন হৃদের নূতন প্রেমে,
নূতন ক'রে করবো বরণ,
আজকে ভোরে তাই মনে হয়, কত যুগ আর বাকী ;
যখন, তোমায় আমায় থাকবে না ভেদ হৃদে হৃদয় রাখি'।

গোপন।

গোপন ! তোমার গোপন ও নাম
বাজবে হৃদে গোপনে,
লুকিয়ে তোমায় রাখবো গোপন,
গোপন আমার পরাণে ;
চন্দ্র তপন গ্রহ তারায়,
আকাশ বাতাস সারা ধরায়,
তোমার গোপন্ রূপের ধারা;
ছাইবে এ দুই নয়নে।
গোপন' তোমার গোপন মোহ,
ক'রবে অবশ সারা দেহ ;
ব্যক্ত-গোপন আঁধার আলো,
ঢুলিয়ে দেবে জীবনে।
লুকিয়ে তোমায় দেখবো গোপন !
গোপন আমার পরাণে।

প্রতীক্ষা।

প্রভাতে আজ তোমার পরশ, – আনল’ ব’য়ে হাওয়া ;
ব্যথিত্ হৃদের রুদ্ধ দ্বারে,
ঘা দিল আজ কেমন ক’রে
সকল অতীত্ ফিরে পেলাম—
চিরকালের চাওয়া।

সকল অতীত্ মোছা ছবি,
উজল হ’য়ে উঠলো সবি,
নূতন হ’য়ে উঠলো সে গান—
অনেক দিনের গাওয়া।

পরশ তোমার এসেছে আজ
আসবে কবে তুমি,
ফুরিয়ে যাবে মোর যত কাজ
তোমার চরণ চুমি’ ;
সে পরশ আর হারাবে না—
চিরকালের পাওয়া।

আমায় দিও।

তুমি যা'রে যাহা দাও, দিও হে প্রভু!
আমায় দিও চরণরেণু;
বিশ্ব যখন আশার স্রোতে
ছুটবে মোহের স্বপন পানে,
তোমার শীতল ওই ছায়াতে
(মোরে) মোহিত ক'রো একটী গানে,
আমার প্রাণে সেই নিরালায়
বাজিও তোমার মোহন বেণু।
তোমার যে ওই রাজ্য বিরাট,
মহা মেলার মহা সে হাট,
সেখানে আজ কুড়াব নাথ,
তোমারই ওই চরণ রেণু;
তুমি যারে যাহা দাও, দিও হে প্রভু
আমায় দিও চরণ রেণু।

নূতন পরিচয়।

সুদূরের স্মৃতি শিরেতে বহিয়া
অচেনা অতিথি এসেছি ;
নাহি আজ মনে কত দিন গেছে,
তবু মনে আমি রেখেছি।
শত জীবনের শত পরিচয়,
আছে সে লিপি হৃদয়ে গো ;
দেখ লেখা বুকে, আজও দাগ আছে ;
কাল যে পারেনি মুছিতে গো ;
জীবনে জীবনে শতেক অশ্রু,
মালা গেথে আমি রেখেছি ;
পরাইয়া দিব তোমারেই প্রিয়
তাই তব ডাকে এসেছি।
জনমে জনমে, কত ফিরে ফিরে
তোমা পাশে আমি আসি গো ;
কবে যাবে ঘুচে সব ব্যবধান,
তোমাতেই আমি মিশাব গো ;
তাই নাথ আজ ঘুরিয়া ফিরিয়া,
সব ল'য়ে মোর এসেছি।

অচিন্ রাজ্য।

নীরব নিশির ঝিঝুম ছায়া,
ছেয়ে দেছে ওই ধরার কায়া,
একা আমি ব'সে আছি আকাশ পানে চেয়ে ;
হৃদয় আমার নেই আমাতে,
অজানা সে কোন জগতে,
চ'লে গেছে ছেড়ে আমায়,
আকাশের পথ বেয়ে
তাই চেয়ে রয় স্তব্ধ নয়ন,
অবশ সবই তাই আনমন,
কোন জগতের শান্ত মায়ার,
শান্তি জলে নেয়ে।
সে যে জগত অচিন দেশে,
শুধুই শান্তি রাজে হেসে,
নিত্য সেথা যা' কিছু সব, কি প্রেরণা পেয়ে ?
সেথা ফুল ফোটে ফুল ঝরেনাক'
নদী বয় কুল ভাঙ্গে নাক'
হাসি সেথা কাঁদে নাক', ব্যথার ব্যাকুল বায়ে।

সুখ সে আছে, নেইক' ব্যথা,
তাই অনাবিল হাসছে সেথা,
এই জগতের, একটি বোঁটায় দুটী ফুলের চেয়ে !
সেথা সবই সত্য সম শান্তি,
নাই অত্যাচার মায়ার ভ্রান্তি,
কালের চপল আবেগ সেথা,
নাচেনা যে ধেয়ে ;
কোথায় সে দেশ তাই ভাবে মন
আকাশ পানে চেয়ে ।



কেন ?

অমল-ধবল-শ্যামল চন্দ্র
মধু মধু মধু হাসেরে,
তারকা গগনে পুষ্প কাননে
মিটি মিটি মিটি চাহেরে,
মলয় সমীরণ চুমিয়া ললাটে
মৃদু মৃদু মৃদু বহেরে,
কোমল লহরী তুলিয়া সলীল
তর্ তর্ তর্ খেলেরে,
সকলই মধুময়, জগত নীরবে
মৃদু মন্দ মধু হাসেরে,
শুধু ওই পাপীয়া সুদূর কাননে
কেঁদে কেঁদে কেন ডাকেরে ?

রাজ্য লাভ।

আজ শরতের মধুর প্রাতে
আকাশের ওই চন্দ্রাতপের তলে,
ধরণীর এই সিংহাসনে, তৃণের আসনে
বসিয়ে তুমি মাদন হাওয়ায়
হাওয়া কর ছলে ;
এ কোন ছল গো মহাছলী—অতি দীন ব'লে !
তুমি রাজা মহারাজ,
কাঙ্গালে বসালে আজ
তোমার রচা সিংহাসনে, চন্দ্রাতপের তলে,
তোমার কাশের শীষে দুলছে ঐ চামর,
ওই যে এল, শুভ্র মেঘে তোমার ছত্রধর ;
অভিষেকের শেচন বারি মাথে দিল ঢেলে
কাঙ্গালকে আজ ক'রলে রাজা
অতি দীন ব'লে !
আজ শরতের মধুর প্রাতে
আকাশের ওই চন্দ্রাতপের তলে।

বিরাট আশা।

মনকে আমার কর বিরাট
চাইনা আমি ছোট খেলা ;
উড়বো আমি ঝড়ের রথে,
বইব আমি ঝরনা সাথে,
তারার সাথে আকাশপথে,
কিরণ মেখে ক'রবো খেলা।
ঝড়ের হাতের বীণার মত,
গাইব আমি কতই গান,
নদীর জলের ফুলের মত,
ভাসব শুনে কতই তান,
প্রাণ মাতান যত কিছু, সবই আমার হবে মালা।
সাগর ঢেউয়ের বাহু তুলে,
পাহাড় তাহার চূড়া তুলে,
ডাকবে আমায় কুতুহলে,
পাহাড়-চূড়ে, পাথার-জলে
তাদের সাথে করবো খেলা,
মনকে আমার কর বিরাট
চাইনা আমি ছোট খেলা।

বাসন্ত্য-বিকাশ।

কুঞ্জদুয়ারে আজিগো তোমার
কোকিল কুজিছে তান,
নবঘনতম চারু কিসলয় ;
শিহর চঞ্চল প্রাণ।
চমক চপল চারু চপলতা,
পলক-থমকে ক্ষণ-বিলসতা,
গমক মূর্চ্ছনা মূর্চ্ছা বিলাসে—
ডুবায়ে দিয়াছ বিশ্ব প্রাণ।
চপল লসিত চমকিত হাস,
নীরব ব্যাকুল বিভোলিত ভাষ,
মলয়ের ছলে, কেন বহে শ্বাস—
আজিও কেন গো ভাণ !
হাসে ভাসে ওই তারকা চাঁদিনী,
লুকোচুরি আলো-ছায়ারই মেলনি,
বিলসতা মাঝে ক্ষণ-চপলতা
এনেছে নূতন টান।
কই গো তোমার আপন বিকাশ
(ওগো) বিশ্ব প্রাণের প্রাণ !

নিমন্ত্রণ।

ফিরে ফিরে শুনি ওই মোরে ডাক—
ভোরের হাওয়ায় নদীর বুকে,
ঢেউগুলি যে ছুটে চলে—
ডাকে মোর বাহু তুলে,
মোরে ডাকে।
ডেকে তারা যায় যে চলে,
কঠোর আমি দাঁড়িয়ে কূলে'
শুনিনি হায় তাদের ব্যথা—
মনেরই ফাঁকে।
তা'রা ডেকে চলে গেছে দূরে,
সেই সুর আজও ব'লে দেয় মোরে,—
কেন সাড়া নাহি দিলে,
তাদেরই ডাকে ?
ফিরে ফিরে শুনি ওই
মোরে ডাকে।

ভেলার হাওয়া।

ভেলার হাওয়া ওই বহেছে,
আকুল কোকিল ডাকে ওই ;
বন্ধ প্রাণের দুয়ার খুলে
আয়রে মোরা বাইরে যাই ।
অসীম ভেদি' চলরে ছুটি,
যে ধারে যায় নয়ন দুটী,
'চল ছুটে চল, চল ছুটে চল'—
ব্যাকুল হাওয়া বলে ওই ।
থাকিসনে আর জড়ের মতন,
দিন গুনে আর ব'সে এমন
ধরার ব্যথা ধরায় রেখে,
চল ও পারে ছুটে যাই ;
ভেলার হাওয়া চপল হাওয়া,
আকুল গলায় বলে ওই ।

চোখোচোখি।

যেখানেতে সুনীল আকাশ
মেঘের পাশে মারে উঁকি,
দেখলে আমার মনে পড়ে,
তোমায় আমায় চোখোচোখি ;
আপনি দেখে আপনি হাসি,
আপনি ভাবি কতই যে কি ;
কোন সে মায়ার মোহন হ্রদের,
মোহন জলে ডুবে থাকি।

তুল'তে রতন যতন ক'রে—
চায়না যে মন ডুব দিতে আর,
'পেয়েছি যে, আমি মনে
তোমারই সে রত্নহার ;
এখন বাকী শুধু তোমায় পেতে,
তোমার আশায় ব'সে থাকি।

নাথ ! লুকিয়ে চ'লে যাও দূরে—
আকাশ বাতাস মরুর মাঝে
আঁখির তারা মরে ঘুরে,
নাইকি শেষ নাথ ! এ ঘুরুনির,
ঘুরিয়ে মেরে দেবে ফাঁকি ?
আজ মনে পড়ে তোমায় আমায়
হয়ে ছিল চোখো চোখি !



আজকে সাঁঝে।

কে সে আমায় ডাক দিয়েছে
আজ্‌কে সাঁঝে ?
লাগেনা মন, তাই আনমন
বাজে কাজে ;
কোথা দিয়ে গেছে বেলা,
খেলে দিনের ধূলা খেলা,
দিনের বেলার সুপ্ত স্মৃতি,
ফিরেছে সাঁঝে ;—
ভুলেত মন আর থাকে না,
বাধাত আর মানে নাক ;—
মুছে গেছে সব সীমানা,
থামালে ত থামে নাক' ;—
দূরের ডাকের নীরব ধ্বনি,
অই যে বাজে।
কে সে আমায় ডাক দিয়েছে
আজকে সাঁঝে।

আমার।

ওরে আকাশ, ওরে বাতাস,
ওরে ওই আকাশের চাঁদের আলো!
(তোদের) ছিনায়ে ত ল'বে না কেউ,
তোরা, আমার থাকিস্ ওলো।
গাছে থেকে তুই ওরে ফুল
মলয় ঢেউয়ে উঠিস দুলে,—
দূর আকাশের [illegible] তারাকুল
ডুবাস মোরে শিশির ঢেলে ;—
(ওরে) দূরে থেকে ডাকিস স্থরে,
তোদের আমি বাসি ভালো।
যদি মানুষ না চায় মোরে,
তোরা, আমায় ডাকিস ওরে ,
আমি তোদের ভালবাসি,
(ওরে) তোরা আমায় বাসিস ভালো।

এই বেলা।

ফুটেছে ফুল কোমল ডালে,
মলয় তারে দেয় দোলা,
মাথার 'পরে খেলছে রে চাঁদ,—
ওরে, চাঁদের আলোয় কর খেলা ;
এমন ক্ষণ আর পাবিনা রে,
ফুরিয়ে যাবে পলক ঠারে ;
ওরে ওই আকাশের তরল বুকে,
ভাসিয়ে দে আজ ক্ষুদ্র ভেলা।
চল বেয়ে চল, চলরে ভেসে,
যেখানে সেই সীমার শেষে ,
ব'লছে রে তোর শ্রান্তিহরা—
'এই বেলারে এই বেলা' !
কি হাসি আজ বিশ্বে রাজে,
কি ধ্বনি আজ মন্দ্রে বাজে ;
শুধু, দূর হ'তে ওই কানে বাজে,—
'এই বেলারে এই বেলা' !
যেখানে সেই সীমার শেষে,
বিশ্ব সখা ব'লছে হেসে ;
আয় সখা আয় আমার কাছে—
'এই বেলারে এই বেলা !'

লুকোচুরি।

পাহাড় 'পরে ওই যে তোমার,
লুকোচুরির খেলা ;
আলো মেঘে লুকোচুরি—
লুকোচুরির দেশে,
ধাপে ধাপে চূড়ায় ঝোপে
পাহাড় পথের শেষে ;—
যেথায় নদী লুকিয়ে চলে,
উপত্যকার পাশে,—
হাওয়া সেথায় আপনা হারায়
কোন অজানার আশে ;
পায়না খুঁজে,—লুকোচুরি,—
যায় যে কেটে বেলা।

চমক ভাঙ্গা রবির ..লো
ধূম্র মেঘের তনু ভেদি'
অণুর সাথে যায় মিলায়ে
দেয় ছড়ায়ে ফাগের থালা ;
লালে সাদায়, সাদায় কালায়,
ঝরণা হাওয়ায়, নদীর ধারায়,
উঁচু নীচুর রাজ্যে তোমার,
লুকোচুরির খেলা।

ক্ষণিকের বিকাশ

ফুল তুই কী বলিস ফুটে—
তোর কথা কি ওঠে ওরে মরম ফেটে,
কি বলিস তুই কোন সে বোলে,
এধারে ওধারে হেলে ;—
তোর হাসি কি বৃথাই খেলে,
বৃথাই ছোটে ?

শেখা মোরে তোদের কথা,
(ওরে) তোদের ভাষা তোদের গান,—
পশবো তোদের প্রাণের মাঝে,
মিশিয়ে দেব আমার প্রাণ,
তোদের সে জ্ঞান তোদের সে ধ্যান
লব'রে লুটে।

তোদের ওপ্রাণ কতই কোমল,
তোদের হৃদয় কতই অমল,
তা'রই কণেক দে আমারে
আমার হৃদে উঠবে ফুটে—
সবা'রে দেখাব শিখাব সবা'রে,
কত কোমলতা অমলতা ওরে,
তোদের ক্ষণিক প্রাণের হাটে !

নির্ভর।

ওগো অন্তরতম !
ভুলিয়ে মোরে রাখবে দূরে—
কাঁদিয়ে মোরে ক'রবে আপন,
ছড়িয়ে দিয়ে ধূলার 'পরে
জ্বালিয়ে মোরে ক'রবে শোধন ;—
এই কি তোমার ইচ্ছা প্রভু ! ওগো অন্তরতম !
পেয়ে তোমায় পাছে ভুলি
তাই বিরহে রাখ দূরে,
স্বপন মাঝে পর্দা ঠেলি
লুকিয়ে দেখে পালাও স'রে ;—
এই কি তোমার ভালবাসা ওগো অন্তরতম !
তোমার নিকষ কৃষ্ণ শিলায়
শতেক আঁখর টেনে,
তোমার কাছেও সেই কি যাচাই
কঠোর ঘরষণে ;—
এইকি তোমার আশীষ প্রভু ! ওগো অন্তরতম !

নিস্ব আহ্বান।

হে প্রিয় দেবতা হে প্রিয় আমার !
পূজা আমার ক'রেছি শেষ ;
জগতের কিছু লাগে নি মোর ভালো,
দিই নাই তাই জগতের কিছু ;
দিয়াছি তোমারে সকলই আমার,
দিয়াছি যা কিছু সবার উঁচু ;
জগতের যাহা জগতের থাক,
কেমনে তা' দিব বল হৃদেশ।
যা কিছু আমার দিতে পারি আমি
জগতের কাছে কেন হব ঋণী,
তাই তুমি ল'য়ো হে হৃদয়-স্বামী !
দুইটী হাতের নিস্ব আবাহন,
যেই দিন হবে পথের শেষ।

দীপক।

ও ভাই ঝড় কর' আমায়
তোমার হাতের বীণা
চুপ ক'রে আর জড়ের মত,
থাকতে যে প্রাণ চাহে না;
তোমার বীণা ক'রে আমায়,
ঝঙ্কারে তার ধারায় ধারায়.
ছিন্ন পাতার গতির মত,
উড়িয়ে মোরে লহনা;
ছিন্ন মেঘের তীব্র রথে,
লহ লহ লহ সাথে,
তোমার বুকে লও টেনে আজ—
দীপক হবে—সাহানা।

অভিসার।

আমায় প্রভু ডেক' নাক'
ন্যায়ের তুলা হাতে নিয়ে ;
সাজা আমায় দিও তুমি
তোমার প্রেমের বিষ খাওয়ায়ে।
ন্যায়ে তোমায় পাইনি খুঁজে
সেযে কেবল ছায়া,
মরীচিকার পাছে পাছে
দৃঢ় হ'য়ে ধাওয়া,
আজকে আমার তাই অভিসার—
তোমার কুঞ্জে গিয়ে।
জ্ঞানে তোমায় যায় না পাওয়া
তোমায় চাইলে পাব' জানি,
লুকিয়ে তোমার কুঞ্জে পশি,
লব' তোমায় টানি' ;
আজ লুকায়ে তাই অভিসার
তোমার কুঞ্জে গিয়ে ;
সাজা আমায় দিও প্রভু
তোমার প্রেমের বিষ খাওয়ায়ে।

একবারই যা'র ব্যথা।

শাস্তি যদি না দাও প্রিয়—
এমন শাস্তি দিও আমায়,
একবারই যা'র ব্যথা ;
তোমার শাস্তি লব' বুকপাতি'—
পদের পরশ পায় যদি নাথ !
সকল দোষে দোষীর মাথা।
মাথা নত আমি করিনি হে প্রিয়
অপর কাহারো কাছে,
করিব না নত অপর কোথাও
শুধু করেছি তোমারই কাছে ;
তবুও কি তুমি বুঝে না বুঝিবে—
শুনিবেনা মোর হৃদের কথা ?
বলিবনা নাথ ! মুখে কিছু আর,
বলিবনা প্রিয় পুছ যতবার,
বলিবনা কিছু যাহা বলিবার,
দেখে ল'য়ো সব,—আছে থরে থরে.
হৃদয়ের তারে সকলই গাঁথা
তখন এমন শাস্তি দিও আমায়
একবারই যার ব্যথা।

একটী।

ব'লতে যদি হয় আমারে
ব'লবো তোমায় একটী কথা ;
যেদিন তুমি চরণ তলে
লুটিয়ে লবে আমার মাথা।
সকল কানন কুঞ্জ ঘুরিয়া
আনব' আমি একটী কলি,
চোখের জলের একটী ফোঁটায়
ফুটিয়ে পদে দিব তুলি,'
তখন ক্ষণের তরে সকল ভুলি'
শুন' আমার একটী কথা ;
ক্ষণের তরে আমার হ'য়ে বুকে তুলে লয়ো মাথা।
সকলের মাঝে রেখেছ যে তুমি
তাই যে গো যাই ভুলিয়া.
দিতে আজ আছে এক ফোঁটা মধু
শুষ্ক হৃদয় দলিয়া,
তাই লয়ে মোরে ক'রো মধুময়,
রাঙা ক'রে দিও সকল ব্যথা।

রাজটীকা।

আমায় যদি ভালবাস'
　　　　আমায় উচ্চ ক'রো কাছে রেখে ;
বুক চিরে মোর রক্ত দিয়ে
　　　　রাজটীকা আজ দিব এঁকে।
　　অধমের এ বুকের লোহ,
　　ক'রবে পরশ তোমার দেহ ;
ধন্য হব, ধন্য হব, আজকে তোমার অভিষেকে।
আমায় যদি ভালবাস' উচ্চ ক'রো পাশে রেখে।
　　তোমা লাগি' প্রিয় ভুলেছি যা কিছু,
　　ভুলেছি ত আমি সুখের যা কিছু ;
আজ রিক্ত বুকের একটী ধারায়,
　　　　রক্ত তিলক দিব এঁকে।
আমায় যদি ভালবাস' উচ্চ ক'রো পাশে রেখে।

নিঝুম মাধুরি ।

বনলতার ফুলটি যেমন
তেমনি হয়ে থাকবো ফুটে
আসবে সমীর দুলিয়ে দেবে—
কোমল পরশ লব লুটে ;
প্রভাত রবির কিরণ খানি,
র'চবে হৃদে সোনার খনি,
বিলিয়ে দেব' আপন হাতে যে লবে লুটে ।
ক্ষুদ্র হৃদে মধুর কণা
বিলিয়ে দেব' আনমনা
গন্ধ আমার কানন ছেয়ে
মিশিয়ে যাবে বিরাট পটে ;
বনলতার ফুলটী যেমন
তেমনি হয়ে থাকবো ফুটে ।

আসবে আমার ভ্রমর সখি
বিদায় ব্যথায় ব্যথিতপ্রাণে
কত জনমের কত পরিচয়
'বলবে আমার কানে কানে
মাঝ্ আকাশের তপ্ত রবি,
আঁকবে যখন অলস ছবি,
শ্রান্ত অলস নীমিল নয়ন
থাকবো পাতার আবরণে,
দূর শাখীতে ক্ষুদ্র পাখী,
আকুল গলায় উঠবে ডাকি',
তরল সে ঘুম গরল ভরা,
হৃদয় মাঝে লব টেনে ;
আসবে যখন সন্ধ্যা সখি,
কোমল ডাকে তুলবে ডাকি'.
আঁচল-হাওয়ায় চোখের পলক,
উঠবে ভেসে, উঠবে ফুটে।
তারা ফুলের আলোক ধারা,
পড়বে ঝ'রে পাগল পারা,
পড়বে এসে ছেয়ে আমায়,
দূর আকাশের বাঁধন টুটে ;
আকাশ থেকে চাঁদের আলো,
পাতার ফাঁকে খেলবে ভালো—

বিরাট সে প্রাণ ঢুলিয়ে দেব—
ক্ষুদ্র হৃদে লব লুটে ;
বনলতার ফুলটী যেমন
তেমনি হয়ে থাকেবো ফুটে।
জোনাক্ তাহার হৃদয়-বাতি,
করবে জ্বেলে, মোর আরতি,—
প্রেমের পূজায় হৃদয় বাতির
সার্থকতা উঠবে ফুটে ;—
মহানিশার নীরব সভায়,
বিলিয়ে দিব আপন হৃদয়,
পড়বো ঝ'রে ভোরের হাওয়ায়
বিশ্ব-সখার পদে লুটে।



একটি বড় নিশ্বাসে।

একটী বড় নিশ্বাসে নাথ! একটী বড় নিশ্বাসে,
সকল জ্বালা সকল ব্যথা,
মালার মত আছে গাঁথা;
শেষের সেদিন পরিয়ে দেব,
ত্রস্ত করের পরশে।

ডাকবো তোমায় মনে মনে,
দেখবো তোমায় নয়ন কোণে
সকল কথা কইবো তোমায়,
একটী বড় নিশ্বাসে।

তোমারই সে দেওয়া ফুল,
সুখ দুঃখ ভ্রান্তি ভূল;
সে সকলই রাখিয়াছি,
তোমার পূজা করার আশে।

পূজাঞ্জলি

সেদিন ভোরে পূজার কালে,
ডুবিয়ে লব' অশ্রুজলে,
তুলে দেব চরণ তলে,
ল'য়ো হে নাথ হেসে।
তোমার দেওয়া মন্ত্র আমার,
ফিরিয়ে ল'য়ো পাওনা তোমার ;
(আমার) একটী বড় নিশ্বাসে নাথ! একটী বড় নিশ্বাসে।



প্রণাম।

আমায় যদি চাইতে বল কিছু
এইটী আমায় দিও প্রভু বর :—
তোমারই সে আশীষধারা
পড়ুক ঝ'রে সবা'র মাথার 'পর !
দুঃখ দৈন্য হাহাকারে,
শান্তি ধারা পড়ুক ঝ'রে,
শক্তি দিও বুদ্ধি দিও ওহে চক্রধর।
ভিক্ষা ঝুলি লওহে কেড়ে,
কর্ম্ম পথে দাওহে ছেড়ে ;
শক্তি দিয়ে করিয়ে লও কাজ—
মুক্তি দিও পর ;
তোমারই সে আশীষধারা,
পড়ুক ঝরে সবা'র মাথার 'পর !
আমায় যদি চাইতে বল কিছু—
এইটী আমায় দিও প্রভু বর।
